নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২৫-০৮-২০২৩ (পৃঃ ০৩)

কৃষিতে বেশি বরাদ্দের ফলেই উৎপাদনে সাফল্য ॥ রাজ্জাক

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও বরাদ্দ বেশি দেওয়ার ফলেই উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার সার, সেচ, বীজসহ কৃষি উপকরণের যেমন দাম কমিয়েছে, তেমনি বিতরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। এর ফলে গত ১৫ বছরে কৃষি উপকরণের দাম বাড়েনি, কোনো রকম সংকটও হয়নি। অন্যদিকে বিএনপির আমলে কৃষি উপকরণের চরম সংকট ছিল। অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে চার- পাঁচ হাজার টাকা দিয়েও এক বস্তা সার পাওয়া যেত না, সারের জন্য কৃষককে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর দিলকুশায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) মিলনায়তনে সংস্থাটি আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বিএডিসির কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, দুর্নীতিতে জড়িত হলে কোনো রকম ছাড় দেওয়া হবে না। যারা প্রকল্প দেখলেই প্রকল্প পরিচালক বা পিডি হওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন, তাদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। তারা খুব একটা সম্মানের জায়গায় নেই।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখঃ ২৭-০৮-২০২৩ (পৃঃ ১৩)

এ সময়ের কৃষি

■ ডক্টর এম এ হোসেন

ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। শরতের রূপের তুলনা নেই। শিউলি ঝরা সকাল, দূর্বাঘাসে শিশিরের ফোঁটা, নদীর তীর বা বনের প্রান্তে কাশফুলের সাদা এলোকেশের দোলা, আকাশের নরম নীল ছুঁয়ে ভাসা শুভ্র মেঘের দল, নৌকার পালে বিলাসী হাওয়া বাংলার শরতে প্রকৃতির এমনই মনভোলানো দান। ভেসে বেড়ানো মেঘের প্রান্ত ছুঁয়ে উড়ে চলা পাখপাখালির ঝাঁক, বাঁশবনে ডাহুকের ডাকাডাকি, বিল-ঝিলের ডুবো ডুবো জলে জড়িয়ে থাকা শালুক পাতা, আঁধারের বুক চিরে জোনাকির আলো। শরতের এক আনন্দময় ঘ্রাণ আছে।

আশ্বিন বোঝে মনের মাধুরী। হঠাৎ করেই দেখা যায় নদীতে আর সেই থই থই পানি নেই। আগের সেই প্লাবনের রেশ তেমন নেই। ভাটার টানের মতো কমে যাচ্ছে নদীর পানি। শুকনো একটা পরিবেশ বিরাজ করছে প্রকৃতির মধ্যে। চোখে পড়ে পানিতে ভাসছে শাপলা।

এসময় মাঠে রোপণ করা আমন ধানের বয়স ৪০-৫০ দিন হলে ইউরিয়া সার দিতে হবে। সার প্রয়োগের আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবেএবং জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। এ সময় বৃষ্টির অভাবেখরা দেখা দিতে পারে। সে জন্য সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। শিষ কাটা লেদা পোকা ধানের জমি আক্রমণ করতে পারে। সতর্ক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সময় মাজরা, পামরি, চুঙ্গি, গলমাছি পোকার আক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়মিত জমি পরিদর্শন করে, জমিতে খুঁটি দিয়ে, আলোর ফাঁদ পেতে, হাতজাল দিয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। খোলপড়া, পাতায় দাগ পড়া রোগ দেখা দিতে পারে।

কোন কারণে আমন সময় মতো চাষ করতে না পারলে অথবা নিচু এলাকায় আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রি ধান৪৬, বিনাশাইল বা স্থানীয় জাতের চারা রোপণ করা যায়। গুছিতে ৫ থেকে ৭টি চারা রোপণ করতে হবে। অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি ইউরিয়া প্রয়োগ ও অতিরিক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পারলে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায়। এ সময় তুলাক্ষেতে গাছের বয়স ৬০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। গোড়ার সবচেয়ে নিচের ১-২টি অঙ্গজ শাখা কেটে দেয়া ভালো। লাগাতার বৃষ্টি এবং ঝড়ো বাতাসের কারণে গাছ হেলে পড়লে পানি নিষ্কাশনসহ হেলে যাওয়া গাছ সোজা করে গোড়ায় মাটি চেপে দিতে হবে।

নাবী পাটবীজ ফসল উৎপাদনে এ সময় গাছ থেকে গাছের দূরত্ব সমান রেখে অতিরিক্ত গাছ তুলে পাতলা করে দিতে হবে। এ সময় সবজি ও ফল বাগানে সাথী ফসল হিসেবেবীজ উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন। আখের চারা উৎপাদন করার উপযুক্ত সময় এখন। সাধারণত বীজতলা পদ্ধতি এবং পলিব্যাগ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করা যায়। পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করা হলে বীজ আখ কম লাগে এবং চারার মৃত্যু কম হয়। চারা তৈরি করে বাড়ির আঙিনায় সুবিধাজনক স্থানে সারি করে রেখে খড় বা শুকনো আখের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। মাঠ থেকে বন্যার পানি নেমে গেলে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় বিনা চাষে অনেক ফসল আবাদ করা যায়। ভুট্টা, গম, আলু, সরিষা, মাষকলাই বা অন্যান্য ডাল ফসল, লালশাক, পালংশাক, ডাঁটাশাক বিনা চাষে লাভজনকভাবেআবাদ করা যায়। সঠিক পরিমাণ বীজ, সামান্য পরিমাণ সার এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পারলে লাভ হবেঅনেক। যেসবজমিতে উফশী বোরো ধানের চাষ করা হয় সেসবজমিতে স্বল্পমেয়াদি সরিষা জাত (বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বিনা সরিষা-৪, বিনা সরিষা-৯ ইত্যাদি) চাষ করা যায়।

আগাম শীতের সবজি উৎপাদনের জন্য উঁচু জয়গা কুপিয়ে পরিমাণ মতো জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে শাক উৎপাদন করা যায় যেমন মুলা, লালশাক, পালংশাক, চিনাশাক, সরিষাশাক অনায়াসে করা যায়। সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, টমেটো, বেগুন, ব্রোকলি বা সবুজ ফুলকপিসহ অন্যান্য শীতকালীন সবজির চারা তৈরি করে মূল জমিতে বিশেষ যত্নে আবাদ করা যায়। অন্যান্য সময়ের থেকে আশ্বিন মাসে কলার চারা রোপণ করা সবচেয়ে বেশি লাভজনক। এতে ১০-১১ মাসে কলার ছড়া কাটা যায়। ভালো উৎস বা বিশ্বস্ত চাষি ভাইয়ের কাছ থেকে কলার অসি চারা সংগ্রহ করে রোপণ করতে হবে।

বর্ষায় রোপণ করা চারা কোনো কারণে নষ্ট হলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে। বড় হয়ে যাওয়া চারার সঙ্গে বাঁধা খুঁটি সরিয়ে দিতে হবেএবং চারার চারদিকের বেড়া প্রয়োজনে সরিয়ে বড় করে দিতে হবে। মরা বা রোগাক্রান্ত ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে। চারা গাছসহ অন্যান্য গাছে সার প্রয়োগের উপযুক্ত সময় এখনই। গাছের গোড়ার মাটি ভালো করে কুপিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যসূত্র: কৃষি তথ্য সার্ভিস।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ২৭-০৮-২০২৩ (পৃঃ ০১, ০২)

অসময়ের বৃষ্টি : আমন চাষে আশীর্বাদ

■ আলতাব হোসেন

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের শস্য উৎপাদন-পঞ্জিকা বৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত। আমন চাষ সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। বর্ষার নতুন পানিতে মাছ ডিম ছাড়ে, আমন ও আউশ রোপণ করেন কৃষক। বর্ষার বৃষ্টির পানিতে পাট জাগ দেন কৃষক। এবার বর্ষার ভরা মৌসুম আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি হয়নি। খরায় চৌচির হয়েছিল ফসলের মাঠ। পানির অভাবে পাট জাগ দিতে পারেনি কৃষক। ধনাঢ্য কৃষকরা সেচ দিয়ে আমন রোপণ করলেও মধ্যবিত্ত, ছোট ও বর্গা চাষিরা তা পারেননি।

খরা পরিস্থিতি কাটিয়ে ভাদ্র মাসের শুরুতে সারা দেশেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। এ বৃষ্টি কৃষকের জন্য সৌভাগ্য হিসেবে এসেছে। এতে গ্রাম-বাংলায় পুরো রূপে বর্ষা ধরা দিয়েছে। সময় মতো ভারী বৃষ্টির দেখা না মিললেও ভাদ্র মাসের কয়েক দিনের পর্যাপ্ত বৃষ্টি কৃষকের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। আর এ বৃষ্টি কৃষকের বিঘাপ্রতি সেচ খরচ প্রায় এক হাজার টাকা সাশ্রয় করেছে। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আমনের ক্ষেতে প্রাণ ফিরেছে। হলুদ হয়ে যাওয়া ধানের চারা এবার সবুজ রং ধারণ করতে শুরু করেছে। স্বস্তি ফিরেছে আমন ধান চাষিদের।

বৃষ্টি হওয়ায় পতিত জমিতে আমনের চারা রোপণে ও জমি থেকে চারা তোলায় ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষক। বোরো ধানের মতো সেচের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে আমন চাষও। তবে কয়েক দিনের বৃষ্টি নতুন করে আমন চাষে আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে কৃষকের। অনুকূল আবহাওয়া পেয়ে কৃষকরা কোমর বেঁধে আমন চাষে মাঠে নেমেছেন। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়েই বৈরী আবহাওয়া। দেশের কোথাও ভারী বৃষ্টি হলেও অনেক জেলায়ই পর্যাপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে না। বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকরা এখনো কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টির দেখা পায়নি। আবার উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এতে আমন চাষ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে বজ্রপাত শুরু হলে মাছ, ব্যাঙ ও সরীসৃপ প্রাণীদের প্রজনন শুরু হয়। দেশের প্রধান তিন নদী পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদীগুলোয় মা-মাছ এসে ডিম পাড়ে। ধরা পড়ে স্বাদের ইলিশ। কৃষকরা পাট বেচে ইলিশ মাছ কেনেন। কয়েক দিনের টানা বৃষ্টি নাগরিক জীবনে কিছুটা বিড়ম্বনার কারণ হলেও কৃষকের জন্য তা সৌভাগ্য হিসেবে এসেছে। ভাদ্রের অঝর ধারায় স্বস্তি ফিরেছে গ্রামবাংলায়। পর্যাপ্ত বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ● পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

অসময়ের বৃষ্টি : আমন চাষে আশীর্বাদ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পানিতে স্বাভাবিক রূপে ফিরেছে বর্ষা। ক্ষেত-খামার হয়েছে চাষের উপযোগী। বৃষ্টির ছোঁয়ায় প্রকৃতি প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আমন ধান রোপণের জন্য ৪০০ মিলিমিটার বৃষ্টির প্রয়োজন হয়।

টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরের শিয়ালকোলের কৃষক আবু বক্কর বলেন, বর্ষাকালের প্রথম দিকে বৃষ্টি না হওয়ায় এই অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। উপজেলায় টানা কয়েক সপ্তাহের তীব্র খরার পর স্বস্তির বৃষ্টিতে পুরোদমে রোপা আমন ধানের চারা রোপণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। জমিতে চাষ, আগাছা পরিষ্কার, সার দেওয়াসহ নানা কাজে এখন পুরো ব্যস্ত তারা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক তাজুল ইসলাম পাটওয়ারী যায়যায়দিনকে বলেন, খরা আর অনাবৃষ্টির কারণে আমন আবাদে যে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল ভাদ্রের বৃষ্টিতে তা পুষিয়ে গেছে। এখন কৃষকের ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে আমন উৎপাদন হবে। ভাদ্র মাসের বৃষ্টিতে কৃষকরা আমন রোপণে মাঠে আছেন। চলতি বছর ৫৬ লাখ ৫৯ হাজার ৭০০ হেক্টর জমিতে আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ কোটি ৬৩ লাখ টন। ইতোমধ্যে ৮১ দশমিক ২২ শতাংশ জমিতে ধান রোপণ হয়েছে। বৃষ্টির অভাবে এবার খরার কারণে আমন আবাদে প্রায় ৬ লাখ হেক্টর জমিতে সেচ দিতে হয়েছে। সেচ কাজে প্রায় ৬ লাখ ৭৪ হাজার গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ ব্যবহার হয়েছে।

নেত্রকোনো জেলার দুর্গাপুরের বিজয়পুর গ্রামের কৃষক আব্দুল কালাম জানান, বৃষ্টির জন্য আমন রোপণ প্রায় এক মাসের বেশি সময় পিছিয়ে গেছে। তবে এখন বৃষ্টি পেয়ে এলাকার কৃষক নতুন করে আমন চাষে মাঠে নেমেছেন। কয়েক দিনের বৃষ্টিতে রোপণকৃত আমন ধানের মাঠ দ্রুতই সবুজ হয়ে উঠছে।

রাজশাহীসহ বরেন্দ্র অঞ্চলে বৃষ্টির দেখা নেই। ফলে আমন রোপণ এখনো তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। যমুনা-তিস্তায় পানি বাড়ায় এর শাখা নদী ছোট যমুনা-আত্রাই-মহানন্দায় কিছু পানি এসেছে। যমুনার পানি এসেছে চলনবিল এলাকায়। বৃষ্টিপাতের কারণে নিচু এলাকার আমন ক্ষেত তলিয়ে গেছে। এতে আমন রোপণ ঝুঁকিতে পড়ছে। বগুড়ার আমন চাষিরা বলছেন, শেষ সময়ে বৃষ্টি না হলে বিঘাপ্রতি খরচ বাড়তো প্রায় এক হাজার টাকা। বগুড়ার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলার যমুনার চরে এবার বিপুল পরিমাণ স্থানীয় জাতের আমনের চাষে মাঠে নেমেছেন কৃষক।

এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস যায়যায়দিনকে বলেন, 'অব্যাহত বৃষ্টিতে এখন পুরোদমে আমন চাষে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমন রোপণের সার্বিক অবস্থা খুবই ভালো। আমাদের কর্মকর্তারা মাঠে পরিদর্শন করছেন। আশা করি এবার বাম্পার ফলন হবে। তবেরংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারীতে প্রায় ৩০০ হেক্টর জমি বৃষ্টি ও বন্যার পানিতে তলিয়ে আছে। সেখানে রোপণ শেষ হতে হয়তো একটু বেশি সময় লাগবে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, বরেন্দ্র অঞ্চল ও হাওড় এলাকায় কৃষকরা সাধারণত ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমন রোপণ করে থাকেন। আমরা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছি। সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। আমনের উৎপাদন বাড়াতে কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে।'